



## 9940 - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচী

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: আসররে ওয়াক্ত কখন শেষ হয়? বিশেষ করে ঘড়ির কাঁটার হিসেবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের উপর দাবানশিমিটে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করছেন। সাথে সাথে এগুলো আদায়ের জন্য তাঁর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হকেমত অনুযায়ী পাঁচটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাত করে বান্দাহ এ সময়ানুবর্ততার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সাথে অবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এটা মানব অন্তরে জন্ম অনেকেটা বৃক্ষের গাড়ে পানি সঞ্চারে মত বিষয়। বৃক্ষকে যমেন বেড়ে উঠার জন্য নিয়মিত পানি দিতে হয়; মানব অন্তরকেও স্রষ্টির ভালোবাসায় স্থিতিশীল থাকার জন্য নিয়মিত সালাতের আশ্রয় নিতে হয়। একবারে সব পানি ঢেলে দিয়ে যমেন বৃক্ষের সঠিক প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না, মানব হৃদয়ও তদ্রূপ।

একই ওয়াক্তে পাঁচটি নামায আদায় করা ফরয করা হলে বান্দার মাঝে কলান্তি ও বিরক্তিবোধ উদ্ভবে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঁচটি সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে- যনে বান্দার মাঝে অবসন্নতা ও বিরক্তিবোধ না আসে। বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অধিক প্রজ্ঞাবান। [শায়খ উছাইমীনরে “মুকাদ্দমাতু রসিলাতু আহকামিমাওয়াক্তিস সালাত]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করছেন, “জোহররে সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ে তখন থেকে শুরু করে ব্যক্তির ছায়া তাঁর সমপরিমাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।

আসররে সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

মাগরবিরেসময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশে লালমি অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।



আর ফজররে সময় প্রভাতরে আলো বচ্ছুরতি হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত। আরসূর্যদেয়কালীন সময়ে নামাজ থেকে বরিত থাকবে। কনেনা, সূর্য শয়তানরে দুই শথিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।” [মুসলমি ৬১২] এ হাদীসে পাঁচটি সালাতরে সময়সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঘড়রি কাঁটায় ওয়াক্ত নর্ধারণ এক দশে থেকে অন্য দশে ভিন্ হবে। নমিনে আমরা প্রতটি সালাতরে ওয়াক্ত বা সময়সীমা আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরব:

এক: জোহর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “জোহররে সময় হলো, সূর্য পশ্চমি আকাশে হলে পড়া থেকে শুরু করে ব্যক্তরি ছায়া তার একগুণ বা সমপরমাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।” এ কথা মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোহররে শুরু ও শেষে দুটো সময়ই নর্ধর্ষিট করে দয়িছেন।

ওয়াক্তরে শুরু: সূর্যযখন মধ্যাকাশথেকে পশ্চমিকাশে হলে পড়বে তখনজোহররেওয়াক্তশুরু হবে। সূর্য হলে পড়া তথা জোহররে ওয়াক্ত শুরু হয়েছে কনি, তা বুঝে নয়োর কটৌশল হলো- ‘একটা খুঁটি বা এ জাতীয় অন্য কিছু একটা উন্মুক্ত স্থানে পুঁতে রেখে খুঁটিরি প্রত লক্ষ্য রাখা। পূর্বাকাশে যখন সূর্য উদতি হবে তখন খুঁটিরি ছায়া পশ্চমি দকি পড়বে। সূর্য যত উপরে উঠবে ছায়ার দর্ঘ্য তত কমতে থাকবে। যতক্ষণপর্যন্ত ছায়া কমতে থাকবে বুঝতে হবে যে সূর্য তখনও ঢলে পড়নি। এভাবে কমতে কমতে এক পর্যায়ে কমা থমে যাবে। তারপর খুঁটিরি পূর্বপাশে ছায়া পড়া শুরু হবে। যখন পূর্বপাশে খানকিটা ছায়া দেখা যাবে, তার মানে সূর্য পশ্চমিকাশে হলে পড়ছে এবং জোহররে ওয়াক্ত শুরু হয়েছে।

ঘড়রি কাঁটার হিসেবে সূর্যহলে পড়ার সময় :সূর্যউদতি হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্তসময়টাকে সমান দুইভাগে বিভক্তকরুন। ঠকি মধ্যবর্তী সময়টা হবে সূর্যহলে পড়ার সময়। যমেন- যদি সূর্য সকাল ৬ টায় উঠে আরসন্ধ্যা ৬ টায় ডুবে তাহলে মধ্যাকাশথেকে সূর্য হলে পড়ার সময়টা হলো ঠকি ১২টা। এমনভাবে, যদি ৭ টায় উঠে আরসন্ধ্যা ৭ টায় ডুবে, তাহলে মধ্যাকাশথেকে হলে পড়া শুরু হওয়ার সময় হলো দুপুর ১টা...[দখেন: আশ শারহুল মুমর্তি ২/৯৬]

জোহররেওয়াক্তরে শেষে:

সূর্য মধ্যাকাশে থাকাকালীন সময়ে কোন বস্তুর যে সামান্যটুকু ছায়া থাকে সে ছায়াকে বাদ দয়িে কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরমাণ তথা ১ গুণ হওয়া পর্যন্ত।

জোহররে ওয়াক্তরে সমাপ্তি অনুধাবনরে বাস্তব কটৌশল:

আগরে উদাহরণ তথা পুঁতে রাখা খুঁটিরি কাছে ফরি যাই। ধরে নলিাম যে, খুঁটিরি উচ্চতা এক মটির। লক্ষ্য করুন, সূর্য হলে পড়ার আগ পর্যন্ত খুঁটিরি ছায়া কমতে কমতে একটা ছোট্ট নর্ধর্ষিট বর্নিততে এসে ঠকেছে। (এ বর্নিতটাকে চহ্নিতি করে রাখুন) আবার যখন ছায়া (পূর্ববে) বাড়তে শুরু করল জোহররে ওয়াক্তও তখন শুরু হল।



এভাবে ছায়া বাড়তে বাড়তে এক সময় খুঁটির সমপরিমাণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আপনার চহ্নিতি বিন্দু থেকে এক মটির। এ বিন্দুর পূর্ববরে ছায়াকে আরবতি ফাঈ বলবে। এ ক্ষত্রে ছায়ার এ অংশটুকু ধরতব্য নয়) আর তখন জোহররে ওয়াক্ত শেষে হবে এবং তারপরই শুরু হবে আসররে সময়।

দুই: আসর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “আর আসররে সময় হবে না যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে।” আমরা জনেছে যি- জোহররে ওয়াক্ত শেষে হল (অর্থাৎ বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল) আসররে ওয়াক্ত শুরু হয়। আসররে শেষে সময় দু’রকম:

(১) সাধারণ সময় (وقت اختياري):

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী অনুযায়ী তা হলো- আসররে শুরু থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত। ঋতুভেদে ঘড়ির কাঁটারহিসাবে এ সময়টি বিভিন্ন হবে।

(২) জরুরী সময় (وقت اضطرار):

সটো হলো সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “যে ব্যক্তি সূর্য অস্তমতি হবার আগে অন্ততঃ এক রাকাত আসররে নামাজ পড়তে পারল, সে পুরো আসরই পলে।” [বুখারী: ৫৭৯, মুসলিম: ৬০৮]

মাসয়ালা: (وقت اضطرار) বা জরুরী সময় বলতে কি বুঝায়?

কটে যদি বাধ্য হয়ে জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সাধারণ সময়ে আসররে সালাত আদায় করতে না পারে; যমেন: রোগীর ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজে করা (সূর্য হলুদ হওয়ার আগে সালাত আদায় করা হয়তো অসম্ভব নয়; কিন্তু কষ্টকর) তাহলে তার জন্য সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তে আসররে নামায আদায় করা বধৈ। এতে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কেননা এটা জরুরী সময় (وقت اضطرار) সূতরাং কটে যদি বাধ্য হয় তাহলে সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য আসররে সময় থাকবে।

তনি: মাগরবি

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “সন্ধ্যালোক অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরবিরে সময় বদ্যমান থাকে।” অর্থাৎ আসররে জরুরী সময় শেষে হওয়া তথা সূর্য ডুবার পর হতে মাগরবিরে সময় শুরু হয়। পশ্চিমাকাশে লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরবিরে ওয়াক্ত বদ্যমান থাকে। সূতরাং লাল আভা যখন অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন মাগরবিরে সময় শেষে



হয়ে যাবে এবং ইশার সময় শুরু হবে। ঋতুভেদে মাগরবিরে ওয়াক্ত ঘড়ির কাঁটায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা, আকাশের লাল আভা সমাপ্তি মাগরবিরে ওয়াক্ত ফুরিয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

চার: ইশা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “আর ইশার ওয়াক্ত মধ্যরাত পর্যন্ত বদ্যমান থাকে।” বোঝা গলে মাগরবিরে সময় শেষের সাথে সাথেই (অর্থাৎ আকাশের লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে) ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তা বদ্যমান থাকে।

মাসয়ালা: আমরা কভাবে মধ্যরাত নির্ধারণ করব?

উত্তর: সূর্যাস্ত থেকে উষাকাল (ফজরে ওয়াক্ত শুরু) পর্যন্ত সময়টুকু হিসাব করুন। এর ঠিকি মধ্যবর্তী সময়টা মধ্যরাত্রি তথা ইশার নামাযের শেষে ওয়াক্ত। উদাহরণতঃ সূর্য যদি সন্ধ্যা ৫ টায় অস্ত যায় আর ফজরে ওয়াক্ত হয় ভোর ৫টায়, তার মানে মধ্যরাত হবে রাত ১১টায়। অনুরূপভাবে, সন্ধ্যা ৫ টায় সূর্য অস্ত গিয়ে ভোর ৬টায় ফজর হলে মধ্যরাত্রি হবে রাত সাড়ে ১১টায়।

পাঁচ: ফজর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আর ফজরে নামাযের ওয়াক্ত: উষাকাল (সুবহে সাদকি) থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামাজ থেকে বরিত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দু’ শিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।”

ফজরে ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় উষা থেকে। দ্বিতীয় উষা হচ্ছে- পূর্বাকাশে বচ্ছুরতি সাদা রং; যা উত্তর-দক্ষিণে বসিত থাকে। প্রথম উষা দ্বিতীয় উষার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে বলীন হয়ে যায়। এ দুই উষার মধ্যে পার্থক্য হলো-

(ক) প্রথম উষা লম্বালম্বভাবে ফুটে উঠে; আড়াআড়িভাবে নয়। অর্থাৎ এটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বভাবে বচ্ছুরতি হয়। আর দ্বিতীয় উষা উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে ফুটে উঠে।

(খ) প্রথম উষা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠে। অর্থাৎ সামান্য সময়ের জন্য আলোর রং দখো দিয়ে আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। আর দ্বিতীয় উষার পর আলো বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়।

(গ) দ্বিতীয় উষা দগিন্তের সাথে যুক্ত থাকে এবং দগিন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার থাকে না। পক্ষান্তরে প্রথম উষা দগিন্ত থেকে বচ্ছিন্ন থাকে এবং দগিন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার বদ্যমান থাকে।